TRIPURAINFO

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উন্নয়ন বিরোধী : গুয়াহাটিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের এক পর্যালোচনা বৈঠকে বললেন শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি,১৮ এপ্রিল, ২০১৭

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রচার ও যোগাযোগের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি হ'ল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'পূর্বের জন্য কাজ কর' নীতির একটি পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে এই সরকারি প্রচেষ্টায়। কারণ এর ফলে, সংবাদ মাধ্যম ও বিনোদনের

শ্রী নাইডু জানান, অরুণাচলের প্রস্তাবিত ফিল্ম ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউটটি ৫০ একরেরও বেশি জমির ওপর এক ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হবে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে। কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের একটি সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস হিসেবে স্থাপন করা হবে এটি। অন্যদিকে, মিজোরামের আইজলে যে আইআইএমসি গড়ে তোলা হবে, সেখানে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই ইন্সটিটিউট গড়ে তুলতে খরচ হবে প্রায় ২৫ কোটি টাকা।

বৈঠকে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলির ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে শ্রী নাইডু বলেন, সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরা বিশেষভাবে জরুরি। বিশেষত, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশে সরকারি নীতি ও কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত হ'ল শান্তির পরিবেশ। কারণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উন্নয়ন বিরোধী। আঞ্চলিক ভাষা ও উপ-ভাষায় অনুষ্ঠানসূচি আয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন যে, এই ব্যবস্থায় সমাজের এক বিশাল অংশের কাছে সঠিক

উন্নয়ন বার্তা আরও ভালভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ২৮টি উপ-ভাষায় আকাশবাণী থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সমষ্টি বেতার প্রসঙ্গে শ্রী নাইডু বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতে সমষ্টি বেতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে তাঁর মন্ত্রক সম্প্রতি ভর্তুকি সহায়তার মাত্রা ৯০ শতাংশে উন্নীত করেছে। এই বেতার ব্যবস্থায় শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, সমাজ কল্যাণ,

পঞ্চায়েতি রাজ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়োজিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের প্রসঙ্গ অবতারণা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন যে, এই অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে চলচ্চিত্র হ'ল একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে যে জাতীয় শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে চিল্ড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার পুরস্কার বিজয়ী ছবিগুলিকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবিগুলিকেও তুলে ধরা হয় এক বিশেষ পর্বে, যাতে এই অঞ্চল সম্পর্কে দেশের সর্বত্র জ্ঞান ও সচেতনতার প্রসার ঘটে।